দর্শনায় আখচাষী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার লোকনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আখচাষী সমাবেশে অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকাল ৫ টার দিকে ২০২৪-২৫ আখ রোপন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আখ সরবরাহের লক্ষে আখচাষী সমাবেশ ও আলোচনাসভা অনুষ্টিত হয়। এ আখচাষী সমাবেশে বিশিষ্ট আখচাষি ও ইউপি সদস্য জনাব রিকাত আলীর সভাপতিত্বে এ সমাবেশ অনুষ্টিত হয়। এ আখচাষী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত থেকে আলোচনা করেন, কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর নবাগত ব্যাবস্হাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

এ আখচাষী সমাবেশে তিনি বলেন, আপনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আখ পরিধান করুন। তাহলে চিনিকলটির ক্রটি দেখা দিবে না, আপনাদের ভোগান্তিতে পড়তে হবে না।তাই মিলটি ভালো ভাবে চলতে হলে আপনাদের পরিষ্কার আখ মিলে পরিধান করতে হবে। এতে চিনির আহরণ বাড়বে আপনাদের ভোগান্তি কমবে। আপনাদের এ মিলটি টিকে থাকলে অত্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাবে। আপনারা বেশি বেশি আখ লাগান মিলটি বাঁচিয়ে রাখুন।

আখচাষীদের উদ্দ্যেশে আরও বলেন, আগামীতে আখের মৃল্য বৃদ্ধি করা হবে, তাই বেশি বেশি আখ লাগান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) মোহাম্মদ আশরাফুল আলম ভূঁইয়া ও ডিজিএম (সম্প্রসারণ) মাহবুবুর রহমান প্রমুখ। এ আখচাষী সমাবেশে প্রায় ২শ আখচাষী উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে

৩১ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ৩১ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। শনিবার দুপুরের পর তাদের হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল হাসান জানান, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এবং ভারতের ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে সীমান্তের প্রধান খুঁটি ৭৬ এর কাছে শূন্যরেখায় আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী ৩১ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১৬ জন পুরুষ, ১০ জন নারী, ৩ জন শিশু ও ২ জন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি রয়েছেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাদের দর্শনা থানায় সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন লে. কর্নেল নাজমুল হাসান।

বস্তুনিষ্ঠতার সাথে সংবাদ পরিবেশন করাই সাংবাদিকদের মূল দায়িত্ব

সাংবাদিকদের কোনো দল নেই, তারা নিরপেক্ষ। বস্তুনিষ্ঠতার সাথে সংবাদ পরিবেশন করাই সাংবাদিকদের মূল দায়িত্ব।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন কেন্দ্রীয় জামায়াতে ইসলামীর শূরা সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির অ্যাডভোকেট মো. রুহুল আমিন।

তিনি বলেন, ৫ই আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যারা দলবাজি ও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের সবাইকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, সরকারি আমলা, বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব, ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক দুর্নীতিগ্রস্ত সবাই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫ জন জেনারেলসহ বহু কর্মকর্তা আদালতের বাইরে হত্যা ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে কারাবন্দি আছেন। এর থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে বহু রক্তের বিনিময়ে আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। এখন এই বাংলাদেশ গঠনে আপনাদের নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সাংবাদিকতা করে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন দর্শনা থানা জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি টুকু। বিশেষ অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান, জেলা সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল এবং সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মো. আওয়াল হোসেন।

এছাড়া এসময় দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৩৮ বছর ধরে ১ টাকার গোল্লা তৈরি করে সংসার চালাচ্ছেন দর্শনার আকছেদ আলী দম্পতি

বর্তমান সময়ে যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আকাশছোঁয়া, তখনো দৃঢ় মনোবল ও পরিশ্রমের মাধ্যমে টিকে আছেন দর্শনার আকন্দবাড়িয়া নতুন পাড়ার প্রবীণ দম্পতি আকছেদ আলী ও তার স্ত্রী ছকিনা বেগম। দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে তৈরি করছেন ১ টাকা মূল্যের এই গোল্লা।

এই ছোট্ট পণ্যই তাদের সংসার চালানোর একমাত্র অবলম্বন। আকছেদ আলী জানান, জীবনের শুরুতে এই ছোট্র টং দোকান দিয়ে চায়ের পাশাপাশি এই গোল্লা তৈরির কাজ শিখেছিলাম। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি সেই ঐতিহ্যবাহী পেশাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন।

তিনি বলেন, এখন সবকিছুর দাম বাড়ছে, কিন্তু আমি এখনো ১ টাকায় গোল্লা বিক্রি করি। এতে খুব বেশি লাভ না হলেও, আমাদের সংসার চলে যায়—এইটুকুই শান্তি।”

আকছেদ আলীর হাতে তৈরি গোল্লা স্থানীয় গ্রামে বেশ জনপ্রিয়। ফজরের নামাজ পড়ে ভোর থেকে সকাল ৭ টা পর্যন্ত এ গোল্লা বানায়। গোল্লা বানাতে বানাতে প্রায় ২-৩ গ্রামের মানুষ কিনতে ভীড় জমায়। অনেকে পুরনো দিনের ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য এখনো তার তৈরি গোল্লাই কিনে নেন।

এলাকার মানুষ জানান, আকছেদ আলী ও তার স্ত্রীর এই পরিশ্রম ও আত্মনির্ভরতার গল্প আজ অনুপ্রেরণার উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের তরুণ প্রজন্মও তাদের দেখে শিখছে পরিশ্রমের মর্যাদা ও আত্মনির্ভরতার গুরুত্ব।

দর্শনায় স্বর্ণ ও নগদ টাকা চুরির ঘটনায় মূলহোতাসহ ৪ জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় দিনদুপুরে সংঘটিত দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় মূলহোতা ইসলামসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে আংশিক স্বর্ণও উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, দর্শনা আমতলা পাড়ার কেরুজ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মনজু রানী ঘোষের বাড়িতে গত ১৪ অক্টোবর দুপুরে চুরির ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় গত মঙ্গলবার দিনভর অভিযান চালিয়ে দর্শনা থানা পুলিশ কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার বৃত্তিপাড়া গ্রাম থেকে চিহ্নিত চোর ইসলাম (৪৩), স্বর্ণ ব্যবসায়ী তপন বিশ্বাস (৩৭), ও অর্ণব কুমার কর্মকারকে (২৭) গ্রেফতার করে। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দর্শনা আমতলা পাড়ার চায়না বেগমকেও (৩০) গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ তাদের কাছ থেকে দুটি ভাঙা স্বর্ণের আংটির টুকরো উদ্ধার করেছে।

দর্শনা থানার ওসি মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর জানান, চুরির ঘটনার দিন থেকেই আমরা তদন্তে ছিলাম। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া ভেড়ামারায় অভিযান চালিয়ে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আরও একজনকে ধরা হয়।
তিনি আরও জানান, তারা স্বীকার করেছে যে দুটি আংটি ৪২ হাজার টাকায় বিক্রি করেছে। উদ্ধারকৃত স্বর্ণ জব্দ করা হয়েছে। গ্রেফতার চারজনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে এবং রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৪ অক্টোবর চোরেরা ঘরের গ্রীল কেটে প্রায় ২১ ভরি স্বর্ণ ও নগদ দুই লক্ষ টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

দর্শনায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ৩

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে দর্শনায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। জানা যায়, চুয়াডাঙ্গার দর্শনার এক স্কুল শিক্ষিকার বাড়িতে দিনে-দুপুরে এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে।

গত মঙ্গলবার সকালে কোনো এক সময় পৌর শহরের আমতলাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার জেরে দর্শনা থানা পুলিশ চোর সন্দেহে তিনজনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলো, দর্শনা আজমপুর ইটভাটা পাড়ার আশরাফুলের ছেলে আনিছ (১৭), একই গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে অন্তর হোসেন ওরফে মারুফ খান (২৮) ও হারুনের ছেলে হৃদয় কে (২৫) বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে।

উল্লেখ্য গত মঙ্গলবার চোরেরা, ঘরের গ্রীল কেটে ২১ ভরি স্বর্ণ ও নগদ দুই লক্ষ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। গত মঙ্গলবার মনজু ঘোষ সকাল ৮ টার দিকে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে চলে যায়। স্কুল ছুটি করে দুপুর ১ টার দিকে বাসায় এসে দেখে চোরেরা ক্লাসিবল গেট কেটে চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। এ সময় চোরের দল ঘরের আলমারী ভেঙ্গে নগদ আড়াই লক্ষ টাকা, ৭ জোড়া স্বর্ণের চেইন, ১২ টি স্বর্ণের আংটি, ৭ জোড়া হাতের রুলি ও নাক ফুলসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র চোরেরা নির্বিঘ্নে নিয়ে পালিয়ে যায়। গতকাল তাদের তিনজনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

দর্শনায় কেরু’র অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের মানববন্ধন ও

স্বারকলিপি পেশ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরু’র অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারীরবৃন্দ ৩ দফা দাবীতে মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশ ও স্মারকলিপি প্রদান করে।

বিগত সরকারের বৈষম্যের স্বীকার বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) এর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের গ্র্যাচুইটিসহ অন্যান্য পাওনাদি পরিশাধের দাবিতে এই মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশে ও শিল্প উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

রবিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গার কেরু এ্যান্ড কোম্পানির জেনারেল অফিসের সামনে কেরু’র অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে কেরু’র অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ সংস্থার সভাপতি হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এই মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বক্তব্য রাখেন, জাতীয় গণ ফ্রন্টের মূখ্য সমন্বয়ক ও কৃষক ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি কমরেড টিপু বিশ্বাস, জাতীয় গণতান্ত্রিক শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কামরুজ্জামান ফিরোজ, শ্রমিক নেতা- শাহ আলম, জুলফিকার হায়দর জুলু, জাহাঙ্গীর আলম লুল্লু সহ আরও অনেকে।

এসময় বক্তারা, আমাদের অবসরপ্রাপ্তদের গ্র্যাচুইটির বকেয়া পাওনা ক্ষতিপূরণসহ সমূদয় অর্থ পরিশোধ করতে হবে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্তদের উৎসব বোনাস, বৈশাখী এবং চিকিৎসা ভাতা প্রদান করতে হবে। অবসরপ্রাপ্তদের গ্র্যাচুইটির ২০% অর্থ প্রদান সংক্রান্ত বোর্ড সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। আর তা না হলে আমরা রাজপথে নেমে কঠোর থেকে কঠোর আন্দোলন করবো।

এরপর কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হাতে শিল্প উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

দর্শনার ঈশ্বরচন্দ্রপুরে বাড়ির বারান্দা থেকে মোটরসাইকেল চুরি

দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় মসজিদপাড়া থেকে মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে, শনিবার (১৮ অক্টোবর) ভোরে বাড়ির বারান্দার গেটের তালা ভেঙে এ চুরির ঘটনা ঘটে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো শুক্রবার রাত ৮টার দিকে ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের নাসির উদ্দীনের ছেলে ইমরান জোয়াদ্দার তার ব্যবহৃত প্রায় ৪/৫ মাস আগে কেনা লাল-কালো রঙের এসপি হোন্ডা ১২৫ সিসি মোটরসাইকেলটি নিজ ঘরের বারান্দায় রাখেন।

রাত ২টার দিকেও তিনি মোটরসাইকেলটি বারান্দায় দেখতে পান। তবে ভোর ৫টার দিকে উঠে দেখেন, মোটরসাইকেলটি আর সেখানে নেই।

পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মোটরসাইকেলটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। অবশেষে ইমরান জোয়াদ্দার দর্শনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দর্শনায় কলাগাছ ফেলে পাখিভ্যান আটকিয়ে ছিনতাই

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার উজলপুর-শৈলমারী সড়কে রাস্তায় কলাগাছ ফেলে নগদ টাকা ও মোবাইল ছিনতায়ের ঘটনা ঘটেছে।

গত বুধবার রাত ১১টার দিকে দর্শনা উজলপুর মাঠপাড়ার বাঁকের রাস্তায় কলাগাছ ফেলে পাখিভ্যানের গতি রোধ করে ৫-৬ জন ছিনতাইকারী এ ঘটনা ঘটায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, দর্শনা থানার শৈলমারী গ্রামের মৃত আখের

আলীর ছেলে কামরুজ্জামান ওরফে ছাব্বাস, কোরমানের ছেলে জসিম উদ্দীন ও হাসেম আলীর ছেলে আলামিন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল থেকে রোগী দেখে বাড়ি ফেরার পথে উজলপুর মাঠপাড়ায় পৌঁছালে ৫-৬ জন মুখোশধারী ছিনতাইকারী রাস্তায় কলাগাছ ফেলে তাদের ব্যারিকেড দেয়। পরে তাদের মারধর করে তিনজনের কাছ থেকে নগদ ৫ হাজার টাকা ও দুটি টাচ মোবাইল ফোন ছিনতাই করে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন, আমি তো সাক্ষী দিতে এসেছি যশোরে, এ ঘটনা আমার জানা নেই।

তবে এ বিষয়ে কামরুজ্জামান ওরফে ছাব্বাস জানান, আমি দর্শনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছি।

দর্শনায় ৪৬ বোতল ফেনসিডিল ও ৬ বোতল মদসহ দুই সহোদর আটক

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪৬ বোতল ফেনসিডিল ও ৬ বোতল মদসহ আপন দুই সহোদরকে আটক করেছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে দর্শনা আইসিপি ক্যাম্পের হাবিলদার আনন্দ কুমার পণ্ডিতের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয় দর্শনা জয়নগর সীমান্তের চেকপোস্ট সংলগ্ন মসজিদের পাশের মেহগনি বাগানে। এ সময় বিজিবির টহল দল দুজনকে আটক করে।

তল্লাশির একপর্যায়ে তাদের কাছ থেকে ৪৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও ৬ বোতল মদ উদ্ধার করা হয়। আটককৃতরা হলেন দর্শনা পৌরসভার জয়নগর গ্রামের কাশেম আলীর দুই পুত্র মনিরুল ইসলাম (৪০) ও সুমন ইসলাম (৩৫)।

বৃহস্পতিবার সকালে দর্শনা আইসিপি ক্যাম্পের হাবিলদার বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন। পরে

থানা পুলিশ তাদের আদালতের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করে।